ঢাকা, ২৫ জুন ২০২০

খসড়া: **স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোহিঙ্গা কর্মকান্ড বাস্তবায়নের এখনই সময়:** ২০২০ এর জুন মাসে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া প্রতিবেদন "লোকালাইজেশন রোডম্যাপ ফর দ্য হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স ইন কক্সবাজার" এর উপর সেগ (SEG-Strategic Executive Group) এর স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও প্রতিনিধিদের মতামত।

১. **ইউএনডিপি, আইএফআরসি, সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস এবং ইউএনআরসি, আপনাদেরকে ধন্যবাদ।** ইউএনডিপি ও আইএফআরসিকে স্থানীয়করণ টাস্কফোর্স এর নেতৃত্ব দান এবং প্রতিবেদনটি তৈরি উদ্যোগ নেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আরও ধন্যবাদ জানাই জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী (UNRC) কে এ সংক্রান্ত সকল উদ্যোগ গ্রহণের জন্য। তিনি আমাদের কথাগুলো শুনেছেন এবং নির্দেশনাও দিয়েছেন। এটাই সম্ভবত প্রথম কোন প্রতিবেদন যেখানে রিফিউজিদের মানবিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয়করণ (localization) কিভাবে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে পারে সে বিষয়ে বলা হয়েছে। আমরা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস বিভাগের কাছেও কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে ব্যারিস্টার মনজুর হাসানের কাছে। আমরা সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস বিভাগের কাছে অনুরোধ করতে চাই যে প্রায় ১০০ পাতার উপরে এই প্রতিবেদটির একটি ৫-১০ পাতার সংক্ষিপ্তসার তৈরি করে দেবার জন্য। যেখানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো গ্রহণের জন্য সুপারিশমালা থাকবে। এতে করে নীতি নির্ধারকগণ সহজেই বিষয়গুলোকে অনুধাবন করতে পারবেন। আর আমাদের দেয়া মতামতগুলো লোকালাইজেশন টাস্কফোর্স প্রতিবেদনে এনেক্সার হিসেবে উল্লেখ থাকবে।

২. **স্থানীয়করণ কি স্বভাবগতভাবে নাকি ইচ্ছানুযায়ী হবে? দেরি করলে দেরিই হয়।** সিসিএনএফ (CCNF- Coxsbazar CSO NGO Forum) এর সাথে আমরা রোহিঙ্গা আসার পর থেকেই (সেপ্টেম্বর, ২০১৭) স্থানীয়করণ (process of localization since the Rohingya influx) বিষয়ে এ্যাডভোকেসি করে আসছি। 'গ্রান্ড বার্গেইন ফিল্ড মিশন' ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশে এসেছিল। লোকালাইজেশন টাস্ক ফোর্স তৈরির পর কে এর নেতৃত্বে আসবে এ নিয়ে আমরা প্রায় ৬ মাস সময় ব্যয় করেছি, ৬ মাস ব্যয় করেছি পড়াশোনা ও পর্যালোচনার মতো কাজে এবং হয়তো আমাদের আরও ৩-৬ মাসে লেগেছে প্রতিবেদনটির চুড়ান্ত একটি রুপ দিতে এবং এসইজি (SEG) তে জমা দিতে, যেন তারা এ বিষয়ে একমত হয়। তার মানে এটা করতে ২০২০ এর প্রায় পুরোটাই লেগে গেলো। তাই বলতে পারি সমগ্র প্রক্রিয়াটি অতি লম্বা ও অধিক দেরি করানো হয়েছে। মানবিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া হলো একটি স্বল্প খরচে, জবাবদিহিমূলক এবং টেকসই পন্থা। ইতোমধ্যে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়ে গেছে। কোভিডের কারণে বিদেশি কর্মীদেরকে মাঠ পর্যায়ে মুভমেন্ট করার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে তহবিল সহায়তা দারুণভাবে কমে যাবে। সুতরাং স্বভাবগতভাবেই স্থানীয়করণ করা হবে একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া যা এখনই শুরু করতে হবে। প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে, বর্তমান চাহিদা ও পরিস্থিতি কখনই এই প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে না।

৩. **স্থানীয়করণ করা হলো বিস্ফোরণের জন্য ঘণিয়ে আসা টাইম বোমাকে নিষ্ক্রিয় করার আরেক পন্থা । আর কথা নয়, এখন কাজের সময়।** স্থানীয়করণ অর্থ হলো সামগ্রীক সামাজিক এপ্রোচের মধ্যে সুলভ খরচে অধিকতর চাহিদার যোগান দেয়া। তহবিল কমে যাওয়া যে শুধু যে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগানের উপর প্রভাব ফেলবে তা কিন্তু নয়। সহজে প্রতিস্থাপন করা যায় এমন দুই তলা আশ্রয়ন কেন্দ্রের প্রত্যাশা ও চাহিদা এখন আরো বেড়ে গেছে (সিসিএনএফ শুরু থেকেই এ রকম আশ্রয়ন কেন্দ্রের দাবি করে আসছিল এবং জেআরপি-২০২০ এ মন্তব্য দিতে গিয়ে এ রকম ঘরের জন্য আবারও বলেছিল-(as CCNF demanding since the beginning and repeated those again during positioning on)। ক্যাম্পগুলোতে সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার সাথে সাথে উচ্চশিক্ষা প্রদান ও আয়বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করানোটা হলো তাদের জন্য প্রাথমিক চাহিদা। আইএসসিজি (ISCG) থেকে সেখানে বসবাসরত ২৫% হোস্ট কমিউনিটি সম্পর্কে তেমন কোন পরিস্কার পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ইউএনডিপি থেকেও 'কক্সবাজার জেলা পরিকল্পনা' নিয়েও তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। সিসিএনএফ গবেষণা করে দেখিয়েছে যে ক্যাম্প ও হোস্ট কমিউনিটিতে কাজ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব (partnership) ৪-৮ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। আমাদের মনে হয়েছে যে রোহিঙ্গা কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত স্থানীয় এনজিওগুলোকে গোপনে সরিয়ে দেবার একটি প্রক্রিয়া এখানে কাজ করছে। স্থানীয়রা ভাবতে শুরু করেছে যে, যে কাজগুলো ইতোমধ্যে হয়েছে সেগুলো শুধু গণ-যোগাযোগ বিষয়ক, বাস্তবে তেমন কিছুই হয়নি। আইএসসিজি'র বর্তমান নের্তৃবৃন্দ স্থানীয় নের্তৃবৃন্দকে একটা সাধারণ মিটিং বা দেখা করার জন্য সুযোগই দিতে চান না। শুরুতে স্থানীয় সরকারের রোহিঙ্গা কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনায় কোন ধরণের সুযোগ ছিল না। ক্যাম্প ও হোস্ট কমিউনিটিতে হতাশা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে স্থানীয় এনজিও ও স্থানীয় সরকারের প্রতি প্রদর্শন করানো উচিৎ "প্রকৃত" অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) এপ্রোচ। আমরা জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর অংশগ্রহণে বিশ্বাস করি কিন্তু তা হবে মর্যাদাপূর্ণ ও সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্বের (partnership) মধ্য দিয়ে। শেষে গিয়ে উপহার হিসেবে দেয়া প্রকল্পগুলো বা অবকাঠামো উন্নয়ন তেমন কোন কাজ করবে না। টেকসই কাজ করবে সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্বের

(equal partnership) মাধ্যমে স্থাপিত সামাজিক সম্প্রীতি এবং মানবিক/রিফিউজি অধিকারভিত্তিক সচেতনতা। স্থানীয় সংগঠনগুলোর মাধ্যমে এ্যাডভোকেসি ও উত্তম সুরক্ষার পন্থাগুলোকে নিয়ে আসতে হবে। স্থানীয় সংগঠনগুলোর এ ক্ষেত্রে পরীক্ষত ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে- দৃষ্টান্ত হিসেবে সিসিএনএফ এর কথা এখানে বলা যায়। কোন জাতিসংঘ অংগ সংগঠন বা আন্তর্জাতিক এনজিও এক্ষেত্রে কিন্তু এগিয়ে আসেনি।

৪. প্রতিবেদনটিতে IASC **(Inter Agency Standing Committee)** Interim Guidance on Localization and the COVID 19 Response**. -মে, ২০২০ কর্তৃক স্থানীয়করণ ও কোভিড-১৯ রেসপন্সের উপর দেয়া অন্তর্বর্তীকালীন গাইডেন্সের প্রতিফলন থাকা উচিৎ ছিল।** আইএফআরসি (IFRC) ও ইউনিসেফ এই গাইডেন্সের খসড়া প্রস্তুত করেছিল এবং আইএএসসি (IASC) এটি অনুমোদন দিয়েছিল। আইএএসসি হলো জাতিসংঘের মানবিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী পরিষদ। সুতরাং এই গাইডলাইনটি সকলের জন্য এক ধরণের বাধ্যবাধকতা। এই গাইডলাইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো:

ক. এই গাইডলাইনটিতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা আছে যে "স্থানীয় সরকার" স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান (critical actor)। স্থানীয়করণ টাস্কফোর্স কনসালটেন্ট এর খসড়া প্রতিবেদনে এর তেমন কিছু উল্লেখ নেই।

খ. এখানে সাতটি বিশেষ মূল বক্তব্য (distinctive key messages) আছে, যথা- (১) নিরাপত্তা ও কল্যাণ, (২) সমতা, পারস্পারিক শ্রদ্ধা, উভয় পক্ষে জবাবদিহিতার ভিত্তিতে দায়িত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব (partnership), (৩) মানবিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মূলনীতি, (৪) স্থানীয় নেতৃত্বকে সহায়তা দান এবং সমন্বয় প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণ, (৫) নমনীয় ও সহজ প্রক্রিয়ায় তহবিল প্রদান...যত সম্ভব সরাসরি দেয়া, (৬) অবদানকে অবশ্যই স্বীকার করে তার দৃশ্যমান দেখানো (visibility) এবং (৭) তাৎপর্যপূণ অংশীদারিত্বের (meaningful partnership) মাধ্যমে উন্নয়ন ও সম্প্রীতির দৃঢ় সেতু বন্ধন গড়ে তোলা।

এই গাইডলাইনে পরিস্কারভাবে উল্লেখ আছে যে "**মানবিক নেতৃত্ব অবশ্যই হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক** (inclusive) **এবং এটি মানবিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সমগ্র কমিউনিটিকে সহায়তা করার জন্য কাজ করবে, শুধু জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে নয়-যারা নিজেদেরকে অধিকতর দৃশ্যমান (visible) করে দেখায়**" (পাতা-৪, প্যারা-১)। গাইডলাইনে আরও বলা হয়েছে যে, "**... স্থানীয় সংগঠনগুলোকে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে। এর জন্য ইউএন ক্লাস্টার/ সেক্টর এর সভার কার্যবিবরণী বোধগম্য ভাষায় (বাংলায়) তৈরি নিশ্চিত করতে হবে**" (পাতা-৪, প্যারা-৪)।

উল্লিখিত গাইড লাইনের আলোকে লোকালাইজেশন টাস্কফোর্স কনসালটেন্ট এর তৈরি করা প্রতিবেদনটি পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখা উচিৎ। এমনকি গ্রান্ড বার্গেইন সেপ্টেম্বর, ২০১৮( the Grand Bargain) মিশনের সুপারিশও ছিল কক্সবাজারে বাংলা ভাষাকে অফিসিয়াল কাজের জন্য চালু করা। কিন্তু লোকালাইজেশন টাস্কফোর্স রোডম্যাপ প্রতিবেদনটিতে উল্লিখিত সুপারিশগুলোকে আরো অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তি আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও থেকে নির্বাচিত দুই জন প্রতিনিধি সেগ (SEG) এ রয়েছেন এবং তাদের অংশগ্রহণকেও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। শুরু থেকেই (সেপ্টেম্বর, ২০১৭) সিসিএনএফ কক্সবাজারে আইএসসিজি (ISCG) ও হেডস্ অব সাব অফিসেস গ্রুপ (HoSoG) এর সভাগুলোতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিওদের অংশগ্রহণের জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু তা আর ঘটেনি। আইএসসিজি ও হেডস্ অব সাব অফিসেস গ্রুপ এর ভিনগাঁয়ে থাকার ভাব পরিহার করে প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) এপ্রোচ গ্রহণ করতে হবে- যেখানে স্থানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনগুলোর অধিক প্রবেশাধিকার থাকবে।

৫. স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া একটি রাজনৈতিক ইস্যু, একটি ক্ষমতা স্থানান্তর প্রক্রিয়া- যা অবশ্যই গ্রান্ড বার্গেইন, চার্টার ফর চেঞ্জ এবং প্রিন্সিপাল অব পার্টনারশীপ প্রতিশ্রুতির মূল নীতির আলোকে বাস্তবায়িত হতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কনসালটেন্ট এর টর (Terms of Reference) যা লোকালাইজেশন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত, সেখানে বলা আছে- প্রতিবেদন তৈরিতে গ্রান্ড বার্গেইন (GB), চার্টার ফর চেঞ্জ (C4C), প্রিন্সিপাল অব পার্টনারশীপ (PoP) এবং সিসিএনএফ এর কাজই হবে তার বিশ্লেষণের প্রাথমিক ভিত্তি। কিন্তু তার প্রতিবেদনে এসবের প্রতিফলন খুব কম। বরং তার প্রতিবেদনে স্থানীয়করণ'কে একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কার্যত: স্থানীয়করণ আসলে একটি রাজনৈতিক ইস্যু এবং ক্ষমতার পালাবদলের একটি খেলা যেখানে স্থানীয় সংগঠনগুলোর কাছে এটি দিতে বলা হয়েছে। পুরো গ্রান্ড বার্গেইন এক্ষেত্রে আমাদের সামনে একটি ফ্রেমওয়ার্ক। বিশেষ করে ধারা-১: অধিকতর স্বচ্ছতা; ধারা-২: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সাড়াদানকারী সংগঠনগুলোকে অধিক সহায়তা ও তহবিল প্রদান; এবং ধারা-৬: অংশগ্রহণ বিপ্লব। স্থানীয়করণের অর্থ হলো স্থানীয় সংগঠন ও আক্রান্ত মানুষের ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার থাকা। তার প্রতিবেদন খুব কমই এই সকল ইস্যুকে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে ধারা-১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ (গ্রান্ড বার্গেইন এর সর্বশেষ সমন্বিত ভাষণ) এবং ৯ এর খুব কমই প্রতিফলন এই

প্রতিবেদনে রয়েছে। সুতরাং এই প্রতিবেদনটি স্থানীয়করণ নিয়ে নিছক একটি কৌশলগত (technical) প্রতিবেদনে পরিণত হয়েছে যেখানে তলবিল প্রদান এবং স্থানীয় এনজিওদের "দক্ষতা উন্নয়ন" (capacity building) এর কথা বলা হয়েছে।

সর্বশেষ গ্রান্ডবার্গেইন এ ৯টি ধারা ও ৫১টি নির্দেশক রয়েছে। শুরু থেকেই সিসিএনএফ রোহিঙ্গা রেসপন্সের ক্ষেত্রে এর কমিটমেন্টসমূহ এবং প্রণীত উপায়গুলো–যা যা করতে হবে সেগুলো বিশ্লেষণ করে আসছে। সিসিএনএফ সরকার, জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এ নিয়ে প্রায় ১৩টি মাল্টি–স্টেকহোল্ডার ডায়ালগের আয়োজন করেছে। এ সংক্রান্ত ১০টি প্রকাশনাও সম্পন্ন করা হয়েছে।

**লোকালাইজেশন টাস্ক ফোর্সের পরামর্শকের বিবেচনা করার জন্য নিচের ছকে কিছু খসড়া সুপারিশমালা তুলে ধরা হলো:**

| গ্রান্ড বার্গেইন ধারা | প্রস্তাবিত খসড়া কাজ | কারণসমূহ |
|---|---|---|
| ১. অধিকতর স্বচ্ছতা | মানবিক সহায়তা তহবিলের উপর নিয়মিত প্রকাশনা বের করা যেখানে তথ্য ভাগ ভাগ (disaggregated data ) আকারে প্রকাশিত থাকবে।<br>একই কাজে সম্পদের একাধিক ব্যবহার রোধ করতে অবশ্যই একক তহবিল ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। | জনঅংশগ্রহণমূলক মনিটরিং বৃদ্ধি করা ও প্রসারে উৎসাহ প্রদান করা।<br>কার্যকারিতা থেকে দক্ষতা অর্জনে লাগাতার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা। |
| ২. স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সাড়া প্রদানকারী সংস্থাগুলোর জন্য আরও অর্থায়ন এবং সহযোগিতা প্রদান করা | পরামর্শকের প্রতিবেদন অনুযায়ী পুল ফান্ড ও স্থানীয়করণ পরিচালন প্রক্রিয়া চালু করা। | জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহ পর্যবেক্ষণ, তহবিল সংগ্রহ এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করার কাজে নেতৃত্ব দেবে। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও এবং স্থানীয় সরকার। কিন্তু কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা হবে প্রকৃতপক্ষে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সেখানে স্থানীয় এনজিও এবং স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণ থাকবে। স্থানীয়করণকে পরামর্শক নিছক একটি কারিগরী বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। |
| ৩. নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির জন্য এর ব্যবহার সমন্বয় বৃদ্ধি করা | সরকার যাতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সহজে পচনশীল পণ্য যেমন শাক–সবজি, মাছ, মাংস ইত্যাদি ক্রয়ে নগদ অর্থ সহায়তা বৃদ্ধি করে সে জন্য এ্যাডভোকেসি করা। | লবণ এবং শুটকি মাছসহ স্থানীয় পণ্যের উৎপাদন বাড়বে।<br>স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সহজে পচনশীল পণ্য যথা সময়ে ক্রয়ে উৎসাহিত হবে। |
| ৪. পুনরাবৃত্তি (duplication) ও ব্যবস্থাপনা খরচ হ্রাস করতে নিয়মিত বিরতি দিয়ে পর্যালোচনা করা। | ISCG –কে পুল ফান্ড ব্যবস্থাপনার সাথে একীভূত (marge) করা এবং স্থানীয়করণ পরিচালন, সম্ভব হলে RRRC এর সাথে একক ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসা। | যেহেতু সহায়তা কমে যাওয়া অবসম্ভাবী, তাই ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমানোর পন্থা থাকতে হবে।<br>কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক এজেন্সিগুলোর মাঠ পর্যায়ের অফিস রাখার প্রয়োজন নেই। সেখানে সবার জন্য কমন লজিস্টিক পুল থাকতে হবে। |
| ৫. যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা নিরুপন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। | অন্তর অন্তর বিরতি দিয়ে (periodic review) অধিকতর সঠিক মূল্যায়নের জন্য স্থানীয়/জাতীয় এনজিও এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। | প্রতিটি JRP প্রস্তুতের পূর্বে, ISCG কর্তৃক পর্যালোচনা এবং চাহিদা নিরুপণ ব্যবস্থায় বর্তমানে শুধু আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অংশ নিয়ে থাকে। কিন্তু স্থানীয় মানুষ এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে আরও বেশি জানে। |
| ৬. অংশগ্রহণ বিল্পব: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা | গণতান্ত্রিক পাক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও প্রতিনিধিদের ISCG এবং হেডস অব সাব অফিসেস গ্রুপ (HoSoG) এ আনুষ্ঠানিক | এখন ISCG তে কেবলমাত্র বিদেশি, জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক এনজিও প্রতিনিধি রয়েছে। বারবার দাবি জানাবার পরেও স্থানীয় সরকার ও |

| | | |
|---|---|---|
| কারণ এটি তাদের জীবনে প্রভাব রাখে। | প্রবেশাধিকার থাকবে। পর্যায়ক্রমে সকল স্তরে রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। SEG-তে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওদের অংশগ্রহণকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হবে ।<br>রোহিঙ্গা মানবিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে বাংলা ভাষাকে কক্সবাজারে অফিসিয়াল ভাষা করতে হবে। | স্থানীয়/জাতীয় এনজিও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। কক্সবাজারে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য ভাষা অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা। বিদেশিদের বাংলা ভাষা এবং স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। বিষয়টি সম্পর্কে শুরু থেকেই দাবি জানানো হচ্ছিল। সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে গ্রান্ড বার্গেইন মিশনেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।<br>রোহিঙ্গা SHG কে এই রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয়েছে, যেটি হতে হবে রোহিঙ্গা সিএসও। |
| ৭ ও ৮. পারস্পারিক সহযোগিতা ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও অর্থায়ন বৃদ্ধি করা এবং দাতা নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা। | সিসিএনএফ ইতিমধ্যে সমগ্র কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা কার্যক্রম বাস্তবায়নে মানবিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা নিতে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম শুরু করেছে। এই পরিকল্পনায় জেলার অর্থনৈতিক বিষয়, কর্মসংস্থান এবং শিক্ষা সুবিধার বিষয়গুলো থাকবে। | বর্তমানে বার্ষিক JRP পদ্ধতি একটি এ্যাডহক ভিত্তিক চর্চা। আশ্রয়ণের জন্য প্রি-ফ্রাব্রিকেটেড বা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব এমন দুইতলা আশ্রয়ণ নির্মাণের জন্য সিসিএনএফ প্রস্তাব জানিয়েছে। স্থানীয় বাজার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রোহিঙ্গাদের উচ্চ শিক্ষা এবং জীবিকা নির্বাহের দক্ষতা উন্নয়নের দাবি জানিয়ে আসছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে রোহিঙ্গারা বিভিন্ন ভাবে স্থানীয় জনগণের সাথে মিশে যাচ্ছে, যা বন্ধ করা যাচ্ছে না, এটাই বাস্তবতা। তাই সামগ্রিকভাবে কক্সবাজার জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে। |
| ৯. প্রতিবেদন (reporting) প্রক্রিয়াকে সরলীকরণ করা। | নিযুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের "অংশীদারিত্ব নীতিমালা" থাকতে হবে এবং নাগরিক সমাজকে (এনজিও যারা প্রতিনয়ত অধিপরামর্শ করে ও নাগরিক অধিকার নিয়ে কথা বলে) উৎসাহ দেয় এমন বিষয়গুলো এতে থাকতে হবে। একই সাথে প্রতিবেদন/রিপোর্টিং প্রক্রিয়াকে কমন ও সরলীকরণ করতে হবে। | - |

৬. **আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে স্থানীয় কর্মী নিয়োগ মানেই স্থানীয়করণ নয়।** এই প্রতিবেদনের ৫ম পৃষ্ঠার ৩য় প্যারাতে "*সমতাভিত্তিক সুযোগ*" এর কথা বলা আছে- স্থানীয়করণ নিশ্চিত করতে হলে জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিও কর্মীরা সকল সংস্থা ও পর্যায়ে কর্মসংস্থানের জন্য অগ্রাধিকার পাবে। এক্ষেত্রে কক্সবাজারের ক্ষেত্রে একটি পূর্ব সফলতা হচ্ছে, ইতোমধ্যে নিয়োগকৃত কর্মীদের মধ্যে বাংলাদেশিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, যদিও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। কারণ স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল সনদ (যেমন গ্রান্ড বারগেইন, চার্টার ফর চেঞ্জ এবং প্রিন্সিপাল অব পার্টনারশিপ) এর ভিত্তিতে স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের এনজিওর কর্মীদের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে নিয়োগ মানেই স্থানীয়করণের সকল অংশ পূরণ নয়। এ ধরণের কথা স্থানীয়করণের মূলকথা- ক্ষমতার বিনিময় (power-sharing), স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় সংগঠন ও দুর্যোগ কবলিত মানুষের প্রতি জবাবদিহিতা- ইত্যাদি থেকে পাঠকদের মনোসংযোগকে বিচ্ছিন্ন করবে।

৭. **কারিগরী সহায়তা বা বিদেশিদের কর্মসংস্থান, চাহিদা না যোগানভিত্তিক:** লোকালাইজেশন টাস্ক ফোর্স পরামর্শদাতার এই বিষয়ে একটি মন্তব্য থাকা উচিত ছিল, যখন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে স্টাফিং সম্পর্কেও তার মন্তব্য রয়েছে। কতজন বিদেশী রোহিঙ্গা ইস্যুতে কাজ করছেন সে সম্পর্কে সরকার বা আইএসসিজি-র কাছে কোনও সঠিক তথ্য নেই। প্রথম দিকে বলা হয়েছিল যে প্রায় ১৩০০ জন বিদেশি রোহিঙ্গা ইস্যুতে কাজ করছেন। এই বিষয়ে আমাদের একটি

স্পষ্ট অবস্থান রয়েছে এবং আমাদের কিছু ভিন্ন অভিজ্ঞতা রয়েছে। যখন আমরা সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে কী করা উচিত সে সম্পর্কে কথা বলেছি, তখন আমাদেরকে বিদেশি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি গ্রুপকে তাদের কিছু ভুল ব্যাখ্যার চ্যালেঞ্জ করতে হয়েছিল। আমাদের অবস্থান বিদেশিদের সম্পৃক্ততার বিরুদ্ধে নয় কিন্তু এটি হতে হবে- (১) চাহিদার ভিত্তিতে, এক্ষাত্রে প্রথমে চাহিদার পর্যালোচনা হতে হবে, (২) স্থানীয় দক্ষ/অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অগ্রাধিকার পাবে, (৩) যদি প্রয়োজন হয় তবে অবশ্যই বিদেশিদের নিয়োগ দেয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট সময়সীমা-ভিত্তিক কৌশলপত্র থাকবে যে কতদিনে তিনি তার জ্ঞান-দক্ষতা স্থানীয় কর্মীদের সাথে বিনিময় করবেন। এমন নীতি সম্পর্কে কথা বলার এখনই সময় এসেছে কারণ আর্থিক সহায়তা কমে যাচ্ছে তার সাথে খাপ খাওয়াতে হবে এবং স্থানীয়দের কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কেও কথা বলতে হবে। রোহিঙ্গা কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ৩৪ মাস পরে এসেও এই কার্যক্রম বিদেশীদের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না বা থাকা উচিত নয়।

৮. **"দক্ষতা উন্নয়ন" এর ভ্রান্ত যুক্তি, অংশীদারিত্ব নীতি এবং নেতৃত্বে বিনিয়োগ।** এই প্রতিবেদনটিতে দক্ষতা উন্নয়নের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবেদনে কখনও কখনও দক্ষতা বিনিময়ের ধারণাকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে এই "দক্ষতা উন্নয়ন"এর ভ্রান্ত যুক্তির বিপরীতে দুটি ব্যাখ্যা দেয়া হলো-

(ক) অনেক আন্তর্জাতিক গবেষণায় (বিশেষ করে ODI HPG গ্রুপ) ক্ষমতা সমন্বয় বা বিনিময়ের বিষয়ে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এটা স্বীকার করে যে স্থানীয় সংগঠনগুলির স্বভাবগতভাবেই স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো ও সংস্কৃতি বোঝা ও এতে প্রভাব বিস্তারের মতো কিছু অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রয়েছে। পাশাপাশি দাতা/আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিরও কিছু উল্লেখযোগ্য দক্ষতা রয়েছে। দক্ষতার এই দুটি উৎসেরই সমন্বয় হওয়া উচিত।

(খ) দক্ষতা থাকা মানেই যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে প্রকল্প বা অংশীদারিত্ব (partnership) নিশ্চিত থাকবে, বিষয়টি তেমন নয়। কোস্ট দীর্ঘদিন ধরে এইচকিউএআই (HQAI-Humanitarian Quality Assurance Initiative)) কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত একটি সংস্থা, যেটি কক্সবাজারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করছে। HQAI মূলত এবং সিএইচএস (CHS- Core Humanitarian Standard) এবং আইএসও (ISO) ২০০০ এর মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে সারাবিশ্বে আবেদনকৃত সংস্থাগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অডিট করে এবং সবকিছু ঠিক থাকলে পরবর্তী পর্যায়ে সনদ প্রদান করে। এমন সনদ অর্জমান করেছে মাত্র ২১টি প্রতিষ্ঠান। বেশ কয়েকটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংস্থা এখনও এটি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি এছাড়া আরও কিছু সংস্থা এখনও সনদপ্রাপ্তির বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু সনদ থাকার অর্থ এই নয় যে কোস্ট সমস্ত তহবিল পেয়েছে। দেশে অংশীদারি সংগঠন (partner) নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি এবং দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। কক্সবাজারেও আমরা এই বিষয়ে কিছু ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছি। উপরন্তু কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা নাগরিক সমাজের তীর্যক সমালোচনাকে খুব কমই গ্রহণ করে অথচ যা গ্রহণ করা বর্তমান সময়ের দাবী। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যা হচ্ছে সেটা হলো "পছন্দ/নির্দেশনা অনুযায়ী" অংশীদার সংগঠন নির্বাচন এবং দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের পুনরুৎপাদন করা। কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা কক্সবাজারে বিদেশ থেকে এবং বাংলাদেশের একেবারে অন্য প্রান্ত থেকে এনজিও আমদানি করে এনেছে, যারা খুব কমই স্থানীয় জনগণ এবং তাদের সংস্কৃতির সম্পর্কে জানে বা বোঝে বা তা ধারণ করে।

সুতরাং, আমরা প্রস্তাব করছি যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির একটি **"অংশীদারিত্ব নীতি" থাকবে যেটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণ-ভিত্তিক হবে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াটি হবে অবশ্যই স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং স্বার্থের সংঘাত থেকে মুক্ত।**

এই প্রতিবেদনে দক্ষতা উন্নয়নের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যা **"মুখে তুলে খাওয়ানো" (Spoon Feeding) নীতিকে প্রবর্তন করে এবং স্ব-শিক্ষা এবং স্ব-নির্মিত এপ্রোচের মাধ্যমে শিখন ও কাজ দ্বারা দক্ষতা অর্জনের পন্থাকে ছুড়ে ফেলে দেয়।**

এই রিপোর্টে নেতৃত্ব নির্বাচনের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত ছিল। যেমন- (১) যার শরণার্থী এবং মানবাধিকার ইস্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার রয়েছে এবং (২) যার বিভিন্ন পর্যায়ে এডভোকেসি করার স্বভাবগত দক্ষতা রয়েছে। এটা উল্লেখ্য যে, আমাদের আরও এ্যাডভোকেসি নেতা এবং সিএসও/এনজিও'র প্রয়োজন যারা শুধু সেবা প্রদানেই দক্ষ নয় বরং এডভোকেসি এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশনেও দক্ষ। এখানে উল্লেক্ষ্য যে, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের সরকারের কাছ থেকে প্রচুর আইনি এবং আধা-আইনি সহায়তা প্রয়োজন এবং শান্তি স্থাপন এবং সামাজিক সংহতির জন্য স্থানীয় জনগণের সমর্থনও প্রয়োজন।

৯. **আমরা "পুল ফান্ড" এবং "স্থানীয়করণ পরিচালন প্রক্রিয়া" সমর্থন করি।** রোহিঙ্গা কর্মকান্ড বাস্তবায়নে আমরা এই দুইটি ধারণাকে সমর্থন করি। এই ধারণাগুলো আরো সুংসত ও কার্যকর করতে আমরা নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করছি।

**ক. একক বডি হিসেবে সমন্বয়, বাংলাদেশি দৃষ্টান্ত।** "পুল ফান্ড" এবং "স্থানীয়করণ পরিচালন প্রক্রিয়া" এই দুইটি ধারণাকে সংহত করে একটি একক বডি তৈরি করতে হবে স্থানীয় এনজিওগুলোকে নাগরিক সংগঠন হিসেবে রূপ দেবার জন্য। এ বিষয়ে বাংলাদেশে উদাহরণ রয়েছে। আমরা "মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন"-কে উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন দেশের মানবাধিকার ও কার্যকর সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে থাকে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ডিএফআইডি (DFID), সিডা (CIDA) এবং অন্যান্য দাতা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তহবিল বাংলাদেশের তৃণমূলে কর্মরত ১৫০টির মতো স্থানীয় সংস্থাকে প্রদান করে আসছে। যদিও শুরুতে এই ফাউন্ডেশন কেয়ার বাংলাদেশের অংশ হিসেবে কাজ করতো কিন্তু ১-২ বছরের মধ্যে এটি একটি স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত: প্রতিশ্রুতিশীল ও অভিজ্ঞ নেতৃত্ব থাকার ফলে তাদের এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিলো।

**খ. প্রাথমিক কাজ হলো কক্সবাজারের স্থানীয় নাগরিক সংগঠগুলোর (CSO) প্রসার ঘটানো।** সিসিএনএফ কক্সবাজারে শুরু থেকেই নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রসার ঘটাতে এই ধরণের পুল ফান্ডের জন্য অধিপরামর্শ করে আসছে। এনজিও, যারা নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার, যাদের স্থানীয় জনগণ এবং স্টেকহোল্ডারদের মোবিলাইজ করার সক্ষমতা রয়েছে, তাদের সিএসও হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু সেই সকল এনজিও সিএসও নয় যারা শুধু সেবা প্রদানের (service delivery) কাজে ব্যস্ত। আমাদেরকে এই পার্থক্যটি অবশ্যই বুঝতে হবে। কক্সবাজারে মানবাধিকার/ রিফিউজি অধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রসারের জন্য সিএসওদেরকে খুবই প্রয়োজন। ১৯৯০ সালে থেকে কক্সবাজারে বৃহৎ আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর সরাসরি উপস্থিতি থাকার কারণে অন্যান্য জেলার তুলনায় এ জেলায় খুব অল্প সংখ্যক স্থানীয় এনজিও/সিএসও প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

**গ. প্রাথমিক সঞ্চালন এবং সুশাসন ঃ** এই "পুল ফান্ড" এবং "স্থানীয়করণ পরিচালন প্রক্রিয়া" প্রাথমিকভাবে আইএসসিজি (ISCG)-র মাধ্যমে হবে। প্রতিবেদন মতে, সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হতে এতে কোন ধরণের বিভ্রান্তি থাকতে পারবে না। ইউএনএইচসিআর (UNHCR) এই পরিচালনা পরিষদে (governing board) থাকবে যেহেতু শরনার্থীদের দেখভাল করার জন্য এটিই একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। এই পরিচালনা পরিষদে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওদের প্রতিনিধিও থাকতে হবে।

১০. **জনশ্রুতি কোন ফলাফলের ভিত্তি হতে পারে না। প্রতিবেদনটি যথোপযুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক এপ্রোচকে বিবেচনায় নিবে।** স্থানীয় এনজিওদের নিয়ে অনেক নেতিবাচক তথ্য এই প্রতিবেদনে আছে। যেমন তাদের দক্ষতা নেই। তারা মানবিক কার্যক্রমের নীতিমালাগুলো অনুসরণ করে না। তাদের অনেক অব্যবস্থাপনা রয়েছে, ইত্যাদি। আমরা মনে করি এগুলোর যথাযথ নয়। কোন রিপোর্ট সরাসরি এমন রটনাগুলো প্রকাশ করে তেমনটি আমরা দেখিনি। পরামর্শক কক্সবাজার এবং ঢাকায় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে তার প্রতিবেদনে এ সব এনেছেন। উনার আসলে যথাযথ প্রমাণ দিয়ে ঘটনাগুলোর উপস্থাপন করা উচিৎ ছিল। আমরা শংকিত যে, এই ধরনের রিপোর্ট স্থানীয়করণ বিরোধী কাজে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। আমাদের কথাগুলো হলো-

ক. কক্সবাজারের স্থানীয় এনজিওগুলো ১৯৭৮ সালের রোহিঙ্গা শরনার্থী আসার পর এবং ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকেই আইএনজিও ও জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর সাথে কাজ করে আসছে। স্থানীয় সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে এই ধরণের মিথ্যা রটনা আগে কখনো দেখা যায়নি। বরং আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন নেতিবাচক কাজের খবর মিডিয়াগুলো প্রচার হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- তাদের প্রতি কঞ্জোতে দুর্নীতির অভিযোগ ছিলো। সিসিএনএফ কখনও এই সকল বিষয়সমূহ সামনে নিয়ে আসেনি।

খ. মূল কথা হলো যেহেতু অধিকাংশ স্থানীয় এনজিও আন্তর্জাতিক এনজিও এবং ইউএন এজেন্সির অধীনে কাজ করে যাচ্ছে, এর ফলে যদি কোন ধরনের বিপত্তি ঘটে থাকে তবে তার দায়ভার অবশ্যই আইএনজিও ও ইউএন এজেন্সিগুলোকে নিতে হবে ।

গ. বাংলাদেশের এনজিও/ সিএসওগুলো স্থানীয়করণ প্রচারাভিযানসহ অংশীদারিত্ব নীতিমালা, গ্রান্ড বার্গেইন, চার্টার ফর চেঞ্জ এর প্রসারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। যে সকল আইএনজিও এ সকল চুক্তির স্বাক্ষরকারী নয়, তারা এই ধরণের রটনা ও গুজব ছড়ানো নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অধিকাংশ আইএনজিও এতে সফল হচ্ছে। কারণ তাদের জাতিসংঘ এজেন্সিগুলোর সাথে ভালো যোগাযোগ রয়েছে এবং কক্সবাজারে তাদের শক্তিশালী অবস্থানও লক্ষ্য করা যায়। তারা তথাকথিত সমীক্ষা করে দেখানোর চেষ্টা করে যে, স্থানীয় এনজিওগুলো রোহিঙ্গাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে না। এই সকল সমীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে চারটি এফজিডি করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং ফলাফল প্রকাশ করে যা কোন ভাবেই বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা বলা চলে না। কিন্তু এই তথ্যকে পরামর্শক তার প্রতিবেদনে ব্যবহার করেছেন।

ঘ. স্থানীয় এনজিও এবং তাদের নেটওয়ার্ক সিসিএনএফ ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৩টি মাল্টি স্টেকহোল্ডার ডায়ালগের আয়োজন করেছে যেখানে আইএনজিও এবং ইউএন এজেন্সির উচ্চ পর্যায়ের প্রায় সব কর্মকর্তাগণ উপস্থিত

ছিলেন। এই পরামর্শ সভাগুলো আয়োজন করা হয়েছিল শুধুমাত্র স্থানীয়করণকে প্রসার করার জন্য নয় বরং বোঝাপড়া ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংহতি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কক্সবাজার ও সারাদেশ মানবাধিকার / শরনার্থী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। এখনও সিসিএনএফ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচারণা ও অধিপরামর্শ করে আসছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, statement with signature from local CSO, local media and national CSO for 4G internet for Rohingya Refugees in the camps, giving shelter and berthing facilities to boat people, Statement condemning the anti-Rohingya approach of Malaysian government etc. এই প্রচারণা ও অধিপরামর্শের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক এজেন্সিগুলো থেকে কোন ধরনের সহায়তা দেখিনি বললেই চলে। সুতরাং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, স্থানীয় এনজিওগুলো এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আমরা দেখছি যে, কিছু কিছু এজেন্সি ঢাকা এবং কক্সবাজারে কাজ করছে, যারা স্থানীয় সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের রটনা ও মিথ্যা প্রচারণা করে থাকে।

ঙ. যখন কক্সবাজারে যুব আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, আমাদের কিছু আইএনজিও বন্ধুরা যারা এসইজি'তে (SEG) ছিলো তারা অভিযোগ করেছিলো যে, সিসিএনএফ এর প্রচারাভিযান আন্দোলনকে আরো উস্কে দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, সিসিএনএফ প্রতিনিধিরা স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে যুব আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছে এবং উত্তেজনা প্রশমিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই বলা যায় স্থানীয় এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে অপবাদ দেওয়ার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

চ. উল্লেখ্য যে, স্থানীয় এনজিও নেতৃবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্তর্জাতিক এনজিও নেতৃবৃন্দের সাথে পারস্পারিক বোঝাপড়া সৃষ্টি করার জন্য আলোচনা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, একমাত্র ইউএনএইচসিআর ব্যতীত অন্য কোন এজেন্সির নেতৃবৃন্দ এই মিটিংয়ে/ আলোচনার আমন্ত্রণে সাড়া দেয়নি।

ছ. সিসিএনএফ নেতৃবৃন্দ জেআরপি নিয়ে বর্তমান আইএসসিজি'র সাথে আলোচনা ও পারস্পারিক বোঝাপড়া করার জন্য বেশ কয়েকবার দ্বিপাক্ষিক মিটিং/ আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু হয় এই অনুরোধ তারা প্রত্যাখ্যান করেছে অথবা কোন সাড়া দেয়নি। শুরুর দিকে সিসিএনএফ ও স্থানীয় এনজিও নেতারা আমন্ত্রণ পেয়েছিলো এবং সুযোগ হয়েছিলো পরিদর্শনকারী আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোপ-আলোচনা করার কিন্তু বর্তমান আইএসসিজি নেতৃত্বে আসার পর থেকে এটা একবারেই বন্ধ হয়ে গেছে।

জ. আমাদের সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে, স্থানীয় এনজিওগুলো যারা ক্যাম্প এবং হোস্ট কমিউনিটিতে কাজ করে তাদের সাথে পার্টনারশীপ ৪ থেকে ৮ % পর্যন্ত কমে গেছে। তাই আমরা আশংকা করছি যে, এটি এমন একটি কমন পদ্ধতিগত ব্যবস্থা হবে যার মাধমে স্থানীয় এনজিওগুলোকে রোহিঙ্গা কর্মকান্ড বাস্তবায়ন থেকে কৌশলে বাদ দেয়া হবে।

ঝ. কক্সবাজার এনালাইসিস এন্ড রিসার্চ ইউনিট-কারু (Cox's Bazar Analysis & Research Unit-CARU) স্থানীয় প্রিন্ট এবং অনলাইন মিডিয়ার সংবাদ/ প্রতিবেদন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টগুলোকে সমন্বয় করে প্রতি সপ্তাহে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কারু তাদের প্রকাশনার উপর দিকে লেখে যে, বাংলাদেশে অংশীদারিত্বের জন্য চাই সহনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, কারু স্থানীয় এনজিও/সিএসও ও স্থানীয়করণ বিষয়ে নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশ করে। অন্যদিকে তারা সেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে আন্তর্জাতিক এনজিওদের কার্যক্রম নিয়ে ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশ করে। একবার তারা একটি আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনায় "স্থানীয়করণ" প্রচারাভিযানকে ভয়ানক বলে আখ্যা দেন এবং একে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আমি (ARSA) এর কাছাকাছি বলে উল্লেখ করেন। আমরা তাদের এই অযৌক্তিক মন্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানাই কিন্তু তাদের কোন সাড়া পাইনি। অন্তর্ভুক্তিমূলক এপ্রোচ কখনই এই ধরণের বিবাদ সৃষ্টিকারী তথ্য প্রচার করতে এবং একটি উপসংহার টানতে পারে না।

ঞ. পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আইএসসিজি (ISCG)-এর টুইটার পোস্টিংগুলো সাধারণত আন্তর্জাতিক এজেন্সিগুলোর ভালো কাজগুলোর সংবাদ প্রচার করছে কিন্তু তারা কদাচিৎ স্থানীয় এনজিওগুলো যারা ক্যাম্পে কাজ করছে তাদের কাজগুলোকে তুলে ধরছে।

---

আবু মোরশেদ চৌধুরী এবং রেজাউল করিম চৌধুরী, সেগ (SEG) এ স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলোর প্রতিনিধি।

২৫ জুন, ২০২০।